আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: খুলনা

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৯ বুলেটিন নং ১০৩	১৮ ডিসেম্বর হতে ২২ ডিসেম্বর , ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (১৪ ডিসেম্বর হতে ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	১৪ ডিসেম্বর	১৫ডিসেম্বর	১৬ ডিসেম্বর	১৭ ডিসেম্বর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৭.৫	২৭.০	২৬.০	২৫.৫	২৫.৫-২৭.৫
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৭.০	১৭.৪	১৭.০	১৭.৪	১৭.০-১৭.৪
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৫১.০-৯৮.০	৫৮.০-৯৮.০	৫৮.০-৯৫.০	৬১.০-৯৫.০	৫১-৯৮
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০
মেঘের পরিমান (অক্টা)	০	০	১	৩	০-৩
বাতাসের দিক	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
১৮ ডিসেম্বর হতে ২২ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৯.২-২৫.৫
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১০.৮-১২.৭
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৩৮.০-৫৮.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.৫-৩.৪
মেঘের পরিমান (অক্টা)	পরিষ্কার আকাশ
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

দন্ডায়মান ফসলের স্তর

ফসল	স্তর
আমন ধান	শক্তদানা থেকে সংগ্রহ
সবজি	বপন/বাড়ন্ত/ফলধরা

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

সাধারন পরামর্শ: জেলার সর্বত্র রাতের তাপমাত্রা ১-৩ ডিগ্রী এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমে যেতে পারে। শেষ রাত থেকে ভোর বেলা অবধি হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দেখা যেতে পারে। বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে দন্ডায়মান ফসল এর উপর রোগবালাইয়ের উপস্থিতি সনাক্ত এবং বিস্তার রোধে মনিটরিং বাড়াতে হবে। রোগবালাইয়ের উপস্থিতি সনাক্ত হলে উপযুক্ত উদ্ভিদ সংরক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে। আগামী পাঁচদিন তাপমাত্রা কমে যাওয়ার কারনে হাসঁ-মুরগী, গবাদিপশু এবং মাছের প্রতি অধিকতর যত্নবান হতে হবে।

আমন ধান:

সংগ্রহ পর্যায়

- **ফসল সংগ্রহের ১৫দিন পূর্বে জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।**
- **৮০% ফসল পরিপক্ক হলে রৌদ্রজ্জল দিনে ধান সংগ্রহ করুন। ফসল সংগ্রহের সময় কালোশীষ (লক্ষীর গু রোগে আক্রান্ত) দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ পুড়িয়ে ফেলুন।**
- **ধান কাটার পর ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করুন।**
- **ইদুঁরের আক্রমণ থেকে পরিপক্ক ধানকে রক্ষা করতে বিষটোপ ব্যবহার করুন।**
- **আমন ধান কাটার আগে রিলে ফসল হিসেবে খেসারী চাষ করা যেতে পারে।**

শক্তদানা থেকে পরিপক্ক পর্যায়

- **প্রয়োজনে সেচ প্রদান করুন।**
- **অর্থনৈতিক ভাবে অপকারী পোকা যেমন: মাজরা পোকা, চুঙ্গি পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং এবং খোলপোড়া, ব্লাষ্ট, বাদামী দাগ, লিফ ব্লাইট রোগ সনাক্ত করতে নিয়মিত বিরতিতে ২-৩ দিন অন্তর মাঠ পরিদশর্ণ করুন। পোকা সনাক্ত করতে আলোক-ফাদঁ ব্যবহার করতে হবে এবং সকালে অপকারী পোকা সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।**
- **আগামী পাঁচদিন আবহাওয়া পরিষ্কার থাকবে বিধায় জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের পর প্রয়োজন অনুযায়ী কীটনাশক/ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে।**
- **বিদ্যমান আবহাওয়াতে বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, পোকার আক্রমন বেশী হলে আইসোপ্রোকার্ব/এমআইপিসি ১৭৫ গ্রাম/বিঘা অথবা পাইমেট্রোজিন ৬৭গ্রাম/বিঘা অথবা ক্লোরোপাইরিফস ১৩৪মিলি/বিঘা প্রয়োগ করতে হবে।**
- **ধানে ব্লাষ্ট দেখা দিতে পারে, সেজন্য এডব্লিউডি পদ্ধতি অনুসরন করুন। রোগ দমনে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি/ট্রপার @ ০.৬গ্রাম/লিটার অথবা এমিসটারটপ ৩২৫ এসপি@ ১মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন। বেলা ৩টার পরে এবং রোগের মাত্রা অনুযায়ী ১০-১২ দিন অন্তর স্প্রে করুন।**
- **দানা গঠন ও দুধ পর্যায়ে ধানে গান্ধি পোকা এবং বাদমী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে, বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমন-এ আইসোপ্রোর্কাপ @২.৫গ্রাম/লিটার অথবা ইমিডোক্লোরোপিড@ ২.৫গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন। গান্ধীপোকা এর আক্রমন-এ ম্যালাথিয়ন@২মিলি/লিটার অথবা ক্লোরোপাইরিফস@ ২মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।**

সব্জি

- গত চারদিন আবহাওয়া শুষ্ক ছিল এবং আগামী পাঁচদিনও শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে সেজন্য প্রয়োজনে সেচ প্রদান করুন।
- বেগুন, টমেটো,মরিচ, বাধাঁকপি এবং ফূলকপির চারা রোপন করুন।
- টমেটোর পাতা কোকড়ানো রোগ দেখা দিলে রগড় @ ১মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আগামী পাঁচদিন বৃষ্টিপাতের কোন সম্ভাবনা নেই,মরিচের ফল পচাঁ অথবা অ্যানথ্রাকনোজ রোগ দমনে ক্যাপটেন ৫০ ডব্লিউপি ০.২% @ ২গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঢেঁড়সে মোজাইক ভাইরাসের আক্রমন দেখা দিলে সিসটেমিক ফানজিসাইট ব্যবহার করতে হবে।
- সব্জির ছোট চারা গাছের প্রতি অধিক যত্নবান হতে হবে।
- টমেটো এবং আলুর আগাম ধ্বসা রোগ সনাক্ত করতে মনিটরিং বাড়াতে হবে। রোগের আক্রমন দেখা দিলে উপযুক্ত উদ্ভিদ সংরক্ষনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বোরো ধান:

- প্রয়োজনে সেচ সুবিধাসহ বোরো ধানের বীজতলা তৈরি অব্যাহত রাখুন।
- বোরো ধানের চারাগাছে সকালে জমে থাকা শিশির অপসারণ করতে হবে।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।
- এসময় তাপমাত্রা হঠাৎ কমে যেতে পারে তাই বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনতে বীজতলা দিনের বেলা পলিথিনের শীট দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিকেলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। এছাড়া রাতের বেলা সেচ দিয়ে খুব ভোরে পানি সরিয়ে ফেলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে ধানে থ্রিপস এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রমণের মাত্রা ২৫% এর বেশী হলে ম্যালাথিয়ন ২গ্রাম/লিটার স্প্রে করুন। আক্রমণের মাত্রা ২৫% এর কম হলে কৃষিতাত্বিক ব্যবস্থাপনা চালিয়ে যেতে হবে।

মসুর

- বীজ বপনের পর ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে একবার আগাছা নিধন করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে সরিষা গাছে স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট হবার সম্ভবনা রয়েছে। রোগের আক্রমন দেখা দিলে রভরেল ৫০ ডব্লিউপি @২% পানির সাথে মিশিয়ে সকাল ৯-১০টার মধ্যে রৌদ্রজ্জল দিনে স্প্রে করুন।

উদ্যান ফসল:

- গত চারদিন আবহাওয়া শুষ্ক ছিল এবং আগামী পাঁচদিনও শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে সেজন্য প্রয়োজনে হালকা সেচ প্রদান করুন।
- কলার পাতা এবং ফলের বিটল পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচতে মোচা থেকে কলা বের হওয়ার আগেই ছিদ্র যুক্ত পলিথিন দিয়ে কলার কাদি ব্যাগিং করে দিতে হবে।
- আগামী কয়েকদিন শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে তাই ১৫-২০ দিন অন্তর কলা গাছে সেচ প্রদান করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে কলাগাছে সিগাটোগা রোগ দেখা দিতে পারে , রোগ দমনে আক্রান্ত পাতা কেটে ধ্বংস করে ফেলতে হবে এবং ম্যানকোজেব (ইন্ডোফিল এম ৪৫) @ ২.৫ গ্রাম/লিটার অথবা প্রোপিকোনাজল ১মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ৩০ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে।
- ঠান্ডা জনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফলগাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে রাখুন।

গবাদী পশু

- রাতের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে শুরু করেছে, গবাদিপশু বিশেষ করে বাছুর এবং দুগ্ধবতী গাভীকে নিউমোনিয়া থেকে রক্ষা করতে সকালে ও সন্ধ্যায় চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখুন।
- তড়কা, খুড়া এবং পিপিআর রোগ থেকে গবাদী পশুকে বাঁচাতে টীকা দিন। ।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।
- গবাদী পশুকে কৃমিনাশক দিন।
- দুগ্ধ উৎপাদন বাড়াতে গবাদিপশুকে সতেজ ঘাস খাওয়ান।

হাঁস-মুরগী

- এক সপ্তাহের মুরগীর বাচ্চাকে রানীক্ষেত এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরা রোগ থেকে বাঁচাতে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সহায়তায় টীকা দিন।
- মুরগীর ঘর সপ্তাহে অন্তত: ২ বার পরিষ্কার রাখা।
- খোয়াড়ের চারদিকে চটের বস্তা অথবা পলিথিনের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১/২ ঘন্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রোগবালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

- শীতকালে যেসব ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ হয় তা থেকে মাছকে রক্ষা করুন। রোগ থেকে রক্ষা পেতে পটাশ@৪-৫ মি.গ্রা/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করুন।
- এসময় মাছে নানবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে, সমস্যা জটিল হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।
- পুকুরের চারপাশের ঝোপঝাড়সহ সম্পূর্ন পুকুর পরিষ্কার করুন।
- দুপুর ২-৩ টার মধ্যে পুকুরে মাছের খাবার দিন।